দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ১৬ JUL 2012
পৃষ্ঠা : ১.৬. কলাম : ৪

শিক্ষা ব্যবস্থা সুকৌশলে ধ্বংস করছে সরকার দলীয় ভিসি ও ছাত্রলীগ

ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলন

□ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বর্তমান সরকারের দলীয় ভিসি, কর্তাব্যক্তি, ও ছাত্রলীগ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুকৌশলে ধ্বংস করছে। তাদের সন্ত্রাসের করাল গ্রাসে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তায় দুলছে। দলবাজ শিক্ষকদের কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এ সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে তাদের দলীয় ৭১৫ক১৪

শিক্ষা ব্যবস্থা সুকৌশলে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

হায়েনাদের এসব তাণ্ডবলীলা চলতে থাকবে। তাই এ সরকারের পতন নিশ্চিত করে এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাতে কঠোর কর্মসূচি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তাব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসী কার্যক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থা স্থবির ও ব্যাহত হওয়ার প্রেক্ষিতে গতকাল (রোববার) দুপুরে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম আলীম।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি মদদপুষ্ট দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া ভিসিদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের উপর ছাত্রলীগের নির্যাতন, প্রতিবাদী শিক্ষকদের দলীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে পদত্যাগের ঘটনা ঘটছে অহরহ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসিবিরোধী আন্দোলন অন্যতম ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুয়েটে শিক্ষক সমিতি বুয়েট ভিসি নজরুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। ইতোমধ্যে সকল অনুষদের ডিন ও বিভাগের চেয়ারম্যানগণ পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু সরকার তার অনুগত ভিসিকে কৌশলে রক্ষার চেষ্টা করছে এবং আন্দোলনকে আমলে নিচ্ছে না। তাই অবিলম্বে সংকট সমাধানে বুয়েট ভিসির দ্রুত পদত্যাগ দাবী জানিয়েছে ছাত্রদল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় আনুগত্যশীল ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়ে পরিস্থিতি আরো ঘনীভূত করা হয়েছে উল্লেখ করে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ সমস্যা সমাধানের দাবি জানান।

সিলেট এমসি কলেজের হোস্টেলে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা অগ্নিসংযোগ করে ন্যাক্কারজনক ও নারকীয় ঘটনার জন্ম দিয়েছে উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, হত্যা, গুম, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ছাত্রলীগের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী নিজদলীয় সন্ত্রাসীদের দেয়া আগুনে ভস্মীভূত এমসি কলেজ হোস্টেল দেখে কান্নায় চোখ ভিজিয়েছেন কিন্তু যারা ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ছাত্রদল অগ্নিসংযোগকারী চিহ্নিত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত এমসি কলেজ হোস্টেল দ্রুত নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ক্যাডার নবেন্দু সাহা জয়নুল আর্ট গ্যালারি বন্ধ, লেকচার থিয়েটারে ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে এবং শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ করে চারুকলায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিলো। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডার নবেন্দু সাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি জানায়। এছাড়া প্রশাসনের ব্যর্থতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তির অবৈধ কোটা না পেয়ে ক্যাম্পাস ভাঙচুর, ছাত্রলীগের বেপরোয়া দাপটে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা, ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের ভর্তিবাণিজ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিএম কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজসহ মফস্বল অঞ্চলের এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই ক্ষমতাসীন আওয়ামীদের পেটুয়া ছাত্রলীগ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে এহেন কোন কুকর্ম নেই যা ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা করছে না। তারা অবিলম্বে এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করেন। অন্যথায় দেশের ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে কঠোর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল। এসময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহিদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি এমপি, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক খায়রুল কবির খোকন, ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সিনিয়র সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম বাবুল, রজলুল করিম চৌধুরী আবেদ, আবু বকর ছিদ্দিক, যুগ্ম সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল, আনোয়ারুল হক রয়েল, শহিদুল্লাহ ইমরান, আসাদুজ্জামান পলাশ, শেখ আবদুল হালিম খোকন, ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি কামাল আনোয়ার আহাম্মদ, বিল্লাল হোসেন তারেক, এস এম ওবায়দুল হক নাসির, রফিকুল ইসলাম রফিক, সেলিনা সুলতানা নিশিতা, শওকত আরা উর্মি, মৌসুমী নাসরিন, আরিফা সুলতানা রুমা প্রমুখ।